বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত

ও

সমালোচন।

[জাতীয় সভার বক্তৃতা]

স্কুলবুক প্রেস সংস্থাপক, ডে এণ্ড কোম্পানির প্রেসের ভূতপূর্ব্ব প্রিণ্টার,
ও ওরিয়েণ্টাল (বর্ত্তমান মিরার) প্রেসের স্বত্বাধিকারি-অধ্যক্ষ এবং
ষ্ট্যানহোপ প্রেসের একজামিনার
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত।

"Let all the ends thou aimst at be thy country's!"

SHAKESPEARE.

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।
কলিকাতা,—সিমুলিয়া—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।
সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীশারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত

ও
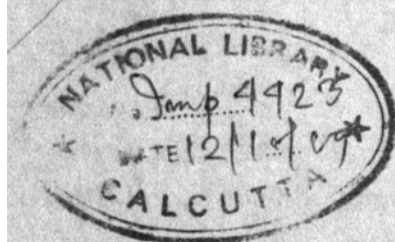
সমালোচন।

[ইং ১৮৭০ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে জাতীয় মেলার মাসিক সভার চতুর্থ অধিবেশনে প্রথম পঠিত]

সভ্য মহোদয়গণ! অদ্য আমি যে প্রস্তাবটি আপনাদিগের সমক্ষে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা যদিও আমার একান্ত মনোনীত বিষয় বটে, এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয় সমুদয় আন্দোলিত হইয়া যাহাতে দেশীয় মুদ্রাঙ্কণের প্রকৃত উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়, তাহা যদিও আমার একান্ত বাসনা, কিন্তু আমার এতাদৃশ কোন অভিলাষ ছিল না যে, আমি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবন্ধ আকারে পাঠ করি। স্বদেশোপকার-ব্রতরত আমার বন্ধু হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্রের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া আমি এতৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ফলতঃ আমার এরূপ বিশ্বাস যে, এক্ষণে কেবল বক্তৃতাদি করিয়া বাক্য ব্যয় করা বালচাপল্য ও বহ্বারম্ভমাত্র; বস্তুতঃ তদ্দ্বারা

দেশীয় প্রকৃত উন্নতির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত আমি বক্তৃতাদি করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু, সম্প্রতি দিন দিন এই কলিকাতা মহানগরে মুদ্রাযন্ত্রের যেরূপ প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাতে যে এই প্রস্তাবটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে এমত বোধ হয় না। যাহাহউক এক্ষণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিব।

সভ্যগণ! কোন বিষয়ের উন্নতিসাধন করিবার পূর্ব্বে লোকদিগের মনোমধ্যে তদ্বিষয়ঘটিত একটি অভাব বোধ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, এবং সেই অভাব দুরীভূত করিবার জন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া একেবারে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রকৃত উন্নতির সোপান; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যূহের অন্তরে এ উভয়ই সমান ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে;—তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত কোন অ-সদ্ভাব দেখিতেছেন না, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তৃক কোন প্রকার উন্নতিও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তাঁহারা এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় যাহা কিছু, সমুদায়ই আমরা ইংরাজ বাহাদুরদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, হইতেছি ও হইব; তদ্বিষয়ে আর আমাদের কোনরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না; তাহার জন্য মস্তিষ্ককে আর পীড়ন করিতে হইবে না, এবং তাহার জন্য আর উদ্ভাবনী-শক্তিরও প্রয়োজন নাই। অতএব এই সমু-দয় ভ্রান্তভাব অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের মন হইতে একেবারে

দূরীকরণানন্তর যাহাতে অভ্রান্তভাবের সঞ্চার হয়, যাহাতে তাঁহারা দেশীয় মুদ্রাঙ্কণের অভাব পরম্পরা অবগত হইয়া তন্নিরাকরণে সচেষ্ট হয়েন, তাহাই আমার প্রধান লক্ষ্য।

সভ্যগণ! মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক উৎকৃষ্টতর প্রবন্ধ রচনা করা, কি নানাপ্রকার বাক্‌পটুতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করা, এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আমার এইরূপ আকিঞ্চন যে,—যে মুদ্রাঙ্কণের সৃষ্টি হইয়া পৃথিবীর অপরিসীম উপকার সাধন হইয়াছে,—যাহার প্রভাবে মনুষ্যগণ ইহ-জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন,—যাহার উদ্ভাবনে আমরা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য-জীবনের যথার্থ সার্থকতা লাভে সক্ষম হইয়াছি,—ভাবিতে গেলে যাহার সমান মহোপকারী এই অবনিমণ্ডলে প্রায় লক্ষিত হয় না,—কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি ভূগোল, কি খগোল, কি জ্যোতিষ, কি বাণিজ্য, কি ব্যায়াম, কি সঙ্গীত সমুদায়ের সহিত তুলনা করিলে, যাহাকে তৎসমুদায়ের বর্ত্তমান উন্নতির মূলাধার বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়,—যাহার অভাবে মনুষ্যসমাজ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন থাকিত, সেই পরম শুভজনক মুদ্রাঙ্কণের প্রকৃত উন্নতি যাহাতে হয়—সেই "দেশীয়" মুদ্রাঙ্কণ বিষয় সমালোচিত হইয়া যাহাতে তাহার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়, তাহাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় ও অদ্যতন প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এক্ষণে আর

সময় ব্যয় না করিয়া মুদ্রাঙ্কণ কিরূপে ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হইল, প্রথমতঃ সংক্ষেপে তাহারই অনুসরণ করা যাউক।

জগৎপিতা জগদীশ্বর যখন মনুষ্যগণকে প্রথম সৃষ্টি করিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের মানসিক ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত একমাত্র বাক্য ব্যতিরেকে অন্যতর উপায় নিরূপিত ছিল না। কারণ পৃথিবীর আদিম কালের লোক সংখ্যা অতিশয় ন্যূন ছিল; সুতরাং তৎকালে অন্য প্রকার উপায়ের কোন প্রয়োজন হয় নাই। প্রয়োজন—অভাব-বিমোচনকারক। অতএব ক্রমে ক্রমে যত মনুষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল—ক্রমে যখন নানা লোক নানা স্থানে ব্যাপিয়া পড়িল, তখন তাহাদিগের মধ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত অপর একটি উপায় নির্দ্ধারণের আবশ্যক হইতে লাগিল। সেই সময়ে "হাইরোগ্লিফিক্" অর্থাৎ পবিত্র লিপির আবিষ্কার হয়। ইহা দ্বারা তৎকালের লোকদিগের এবং বর্ত্তমান সময়েরও অনেক উপকার দর্শিয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ এতদ্দ্বারা অতি পুরাকালের অনেকানেক কাল নিরূপণাদি সংঘটন হইয়াছে। কোন্ ব্যক্তি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই, এবং তদ্বিষয় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হওয়াও অদ্যকার এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। অতএব এতৎসম্বন্ধে আর দুই এক কথার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

এক্ষণে আমরা যেমন পুস্তকাদি প্রচার দ্বারা জ্ঞানা-লোচনা করিয়া থাকি, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় সেইরূপ

উপরোক্ত লিপি দ্বারা বিখ্যাত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা ছিল। সেই সকল লিপি কোন বিশিষ্ট অক্ষরবদ্ধ নহে। উহা প্রতিমূর্ত্তি বা অন্য কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সমাধা করা হইত। সুতরাং আপামর সাধারণে তৎপাঠে অনভিজ্ঞ থাকিতেন। তৎকালে মিসরী, সিরিয়ন্স ইত্যাদি অপরাপর জাতিদিগের মধ্যে উক্ত প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। যে সকল ঘটনা তৎকালের লোকেরা স্মরণীয় করিবার মানস করিতেন, তাহাই বৃক্ষে, স্তম্ভে, ইষ্টকে, এবং বিশেষতঃ প্রস্তরে খোদিত করিয়া রাখিতেন। কখন কখন ঐ সকল বস্তুতে পশু পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করা হইত। উক্ত লিপি বহুকালাবধি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, কারণ উহাতে যে কি লিখিত হইয়াছে, তাহা তৎকালোপস্থিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ পাঠ করিতে পারিতেন না। অধুনাতন বিচক্ষণ অনুসন্ধায়কগণ দ্বারা উহার অনেক আবিষ্কার হইয়াছে। "মাষ্টার লেয়ার্ড" নামক জনৈক ইংরাজ এবং ফরাসিদেশীয় "মন্সীয়ার বোটা" নামক অপর এক ব্যক্তি, উভয়ে সিরিয়া হইতে কতকগুলি হাইরোগ্লিফিক্ নামক লিপি প্রাপ্ত হইয়া তৎপাঠে সমর্থ হওয়াতে অনেক উপকার দর্শিয়াছে। কারণ উহাতে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সুপ্রকাশিত হইয়াছে। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে অপর জনৈক ফরাসি জাতীয় ইঞ্জিনিয়ার নীল নদীর পশ্চিম তটস্থ "রসেটা" নামক স্থানে একখানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহাতে তিন প্রকার

অক্ষর খোদিত ছিল। তন্মধ্যে এক পংক্তি প্রাচীন গ্রীক্ অক্ষর; সুতরাং তাহা সহজে পাঠ্য। অপর দুইটি ভাষা কি তাহা কেহ নির্ণয়ে সমর্থ হয়েন নাই। এই প্রস্তর অদ্যাবধি লণ্ডনস্থ " ব্রিটিস্ মিউজিয়ম্ " নামক চিত্রশালায় স্থাপিত আছে। উহাকে ইংরাজি ভাষায় "রসেটা ষ্টোন" কহে। গ্রীক ভাষায় উক্ত প্রস্তরে রাজা "টলিমি ইপিফেনিসের" রাজ্যাভিষেক এবং রাজকার্য্য বিবরণ সমুদায় বর্ণিত আছে। তিনি খৃঃ অব্দের ১৯৬ বৎসর পূর্ব্বে 'মেম্ফিস্' নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। এইরূপ হাইরোগ্লিফিক্ লিপির আর আর বিবিধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুবিখ্যাত ফরাসী পর্য্যটক "কাউণ্ট ডি লেবর্ডী" আরব্য পেট্রীয়া নাম্নী পর্ব্বতশ্রেণীর বিষয় বর্ণনকালে এরূপ লিখিয়াছেন যে, আমরা ওয়াডি মুকাটেব গিরির অভ্যন্তর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম যে, সেই পার্ব্বতীয় শিলায় বহুদূর খোদিত লেখা রহিয়াছে। ইহাকে "লিখিত উপত্যকা" কহে। অতঃপর আমরা জাবেল এল্ মুকাটেব নামক অপর একটি পর্ব্বতের নিকট দিয়া গমনকালে দৃষ্টিগোচর করিলাম যে, ভূমি হইতে ১০।১২ ফিট উচ্চে সেই পর্ব্বতের কঠিনতর শিলার উপর অসংখ্য অসংখ্য লেখা খোদিত। উহাকে "লিখিত পর্ব্বত" নামে উক্ত করিলেও করা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকে আরব্য, হিব্রু, গ্রীক, সিরিএক, কপ্টিক, লাটিন, আরমানি, তুরস্ক, ইংরাজী, ইলিরিয়ম্, জর্ম্মণি, ফরাসি এবং

বোহিমিয়ান ভাষা জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু ইহা কোন্ ভাষায় খোদিত, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না; বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতাদৃশ ভয়ানক স্থান—যেখানে আহারীয় বা পানীয় দ্রব্যের সম্পূর্ণ অভাব, সেখানে কিরূপে পূর্ব্বোক্ত সুকঠিন লিখনকার্য্য সমাধা হইল! এইরূপ হাইরোগ্লিফিক্ সংক্রান্ত ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জগন্নাথদেবের মন্দিরে ও অন্যান্য স্থান হইতেও নানা প্রকার প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে কি লিখিত আছে তাহা অদ্যাবধি কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহাহউক, হাইরোগ্লিফিক্ যদিও সকলকার বোধগম্য নহে, তথাচ ইহার দ্বারা যে পৃথিবীর কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অনেকানেক অনুসন্ধায়ক ইহার সাহায্যে ইতিহাসের তারিখাদি ও বিবিধ বিষয় নিরাকরণে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যুত হাইরোগ্লিফিক্ লিপি যে পৃথিবীর প্রথমাবস্থায়ই প্রচলিত হয়, তাহা এক প্রকার স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ তৎকালে নিয়মবদ্ধ লিখন-প্রণালী প্রচলিত থাকিলে কদাপি পূর্ব্বোক্ত স্বেচ্ছানুসারী লিপির ব্যবহার থাকিত না।

অতঃপর অক্ষর-রূপ-সূচক চিহ্নের উদ্ভব হইয়া নিয়ম-বদ্ধ হস্তলিপির সৃষ্টি হয়। সেই লিপিই অদ্যাবধি ভূ-মণ্ডলের সর্ব্বজাতির মধ্যে সচরাচর প্রচলিত রহিয়াছে। ইহার উদ্ভাবনে পূর্ব্বোল্লিখিত হাইরোগ্লিফিক্ অপেক্ষা কত

গুণে যে মানবমণ্ডলীর সুবিধা জন্মিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব এতদ্-বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র।

নিয়মিত অক্ষর দ্বারা হস্তলিপির প্রচার বিষয়ে অনেক প্রকার কপোল-কল্পিত-বাক্যের উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এরূপ সমর্থন করেন যে, অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্য কর্তৃক এতাদৃশ সুপ্রণালীসিদ্ধ ও পরিশুদ্ধ নৈপুণ্যের সাক্ষ্যস্বরূপ অক্ষরের সৃষ্টি কখনই সম্ভাবিত নহে। ইহা করুণাময় বিধাতা জনসমাজের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, মনুষ্য-বুদ্ধি সংযোগেই ইহার উৎপত্তি। এইরূপ নানা লোকে নানা প্রকার বাক্-বিতণ্ডা করিয়া থাকেন; সে যাহাহউক, কোন্ ব্যক্তি কিরূপে যে এই হস্তাক্ষর প্রণালীর প্রথম সূত্রপাত করেন, তাহার স্থিরতর মীমাংসা করা দুর্ঘট। এস্থলে কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমান সুশৃঙ্খল হস্তলিপি প্রচার হওয়াতে পূর্ব্বতন হাইরোগ্লিফিক্ অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুবিধা ও উন্নতি হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

হস্তলিপির উদ্ভাবনে জ্ঞানালোচনার এক প্রকার পথ পরিষ্কৃত হইল। এরূপ কিম্বদন্তি আছে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে যখন মুনি ঋষিরা গিরিগুহায় ও বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, তখন তাঁহারা শিষ্যদিগের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত সময়ে সময়ে শ্লোকাদি রচনা করতঃ অপরিশুদ্ধ

বৃক্ষপত্রে নখর অথবা শলাকা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দিতেন। কিন্তু এইরূপ লিপি শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় ক্রমে শিষ্যেরা তালপত্রে লৌহময় লেখনী সংযোগে লিখনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রথমাবস্থায় বৃক্ষপত্র লিখন কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়া প্রযুক্ত, বোধ হয়, অদ্যাবধি পুস্তকের এক এক ফর্দ্দ কাগজ, 'পাতা' শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে উড়িষ্যাদেশস্থ অনেক ব্যক্তি পাল্‌কির আড্ডায় বসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তালপত্রে লিখনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকে, ইহা সভ্য মহাশয়েরা অনেকেই দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকিবেন। এই তালপত্রাঙ্কিত লিপি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দিন স্থায়ী হইল বটে, কিন্তু পত্র ও লিখন উভয়েরই এক বর্ণ হওয়াতে তাহা পাঠ কালে বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। একারণ তাৎকালিক লোকেরা লিখিত তালপত্রের উপরে গেরিমাটী অথবা অঙ্গারচূর্ণ ঘর্ষণ করিতেন। তদ্দারা অক্ষর সকল রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত ও সুস্পষ্ট হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা পাঠের বিস্তর সুবিধা করিয়া দিত। কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধি কখন এতাদৃশ সামান্য উন্নতিতে নিরস্ত থাকিবার নহে,—ক্রমে ক্রমে এক উন্নতি হইতে অন্য উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করিতে লাগিল।—অবশেষে তেরেটপত্র, লেখনী ও মসী এই তিন বস্তু সংযোগে লিখনপ্রণালীর আবিষ্কার হইল। এতদ্দারা যে কীদৃশ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সেই অবধি কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি জ্যোতিষ, কি ভূগোল, সমুদয়

শাস্ত্রই এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সেই অবধিই ভারতবর্ষের সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইয়াছে।

সভ্যগণ! পূর্ব্বোক্ত তেরেটপত্র কিরূপ তাহা বোধ করি আপনারা অনেকেই দৃষ্টিগোচর করেন নাই; এ নিমিত্ত আমি সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা তাল জাতীয় বৃক্ষপত্র। (প্রদর্শন) এই পত্র কাগজ অপেক্ষা স্থায়ী। কাগজে জল লাগিলেই গলিয়া যায় এবং পোকায় সহজে নষ্ট করে, কিন্তু এই তেরেট শীঘ্র বিনষ্ট হইবার নহে। ইহা অযত্নেও বহুকাল স্থায়ী হয়। এদিকে যেমন তেরেট পত্রের প্রচার হইল, অন্য দিকে আবার তদুপযুক্ত মসীরও সৃষ্টি হইল। এক্ষণে যাঁহারা এক মাত্র ইংরাজী মসীর স্থায়িত্ব-বিষয়ে প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত পূর্ব্বতন প্রাচীন হিন্দুদিগের একটি মসী-প্রকরণ এস্থলে সংগৃহীত হইল, যথা;—

"তিন ত্রিফলা করি মেলা, ছাগ দুগ্ধে দিয়া তেলা।
লোহাতে লাহা ঘষি; জলে ঘষিলে না উঠে মসী।"

এই মসী এরূপ চিরস্থায়ী যে বহুকালেও বিনষ্ট বা বিবর্ণ হয় না, বরং বারি সংযোগে দ্বিগুণতর ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইতে থাকে। আপনাদের গোচরার্থ সাত শত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থের পত্রও এস্থানে আনয়ন করিয়াছি। (সভ্যগণের হস্তে প্রদান ও সকলের দৃষ্টি) এই মসী কিঞ্চিৎমাত্র বিবর্ণ হয় নাই, যেমন তেমনই আছে।

সভ্যগণ! আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, প্রাচীন

ভারতবর্ষীয়েরা কিরূপ মসী ব্যবহার করিতেন এবং তাহা কিরূপ বুদ্ধিকৌশলে প্রস্তুত করা হইত। একদিকে যেমন লিপিবদ্ধ প্রণালী পরিশুদ্ধরূপে চলিল, অন্য দিকে আবার তদনুরূপ নানাপ্রকার উন্নতির স্রোতও প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক এক ব্যক্তি ধীরচিত্তে যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ পুঁথি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নরূপে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা এক্ষণে স্মরণ করিলেও বিস্মিত হইতে হয়, এবং তাঁহাদের অপরিসীম ধৈর্য্যগুণের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসাবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। কেহ কেহ এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে পারিতেন যে, রামায়ণ কিম্বা মহাভারত একখানি পত্র মধ্যে সমাপ্ত করিয়া দিতেন; লোকে সেই সকল বিচিত্র লিপি মাদুলী অথবা কবজ মধ্যে স্থাপন করিয়া কণ্ঠে বা বাহুতে ধারণ করিত। এইরূপ নানাবিধ বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা কে না স্বীকার করিবে যে, তৎকালে যদিও মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, তথাপি ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ একমাত্র হস্তলিপির সাহায্যে জ্ঞানালোচনার শ্রীবৃদ্ধি যত দূর হইতে পারে, তাহা করিয়া গিয়াছেন?

(এস্থলে শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের লিখনপারিপাট্য প্রদর্শন ও সকলের ঔৎসুক্য ও আহ্লাদপ্রকাশ)

অনন্তর হস্তলিপি প্রচারের অনতিকাল পরেই মোহরাদি দ্বারা ছাপিবার প্রথা প্রচলিত হয়। রাজকর্ম্মচারী এবং উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কেহ তাহা ব্যবহার

করিতে পারিতেন না। যে সকল রাজকর্ম্মচারী বিবিধ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া আপনাদের পরিশ্রমের ভার লাঘব করিবার মানস করিতেন; তাঁহারাই কেবল উক্ত মোহরাদি ব্যবহার করিতেন। এইরূপ দুইটি প্রাচীন পিত্তলের মোহর অদ্যাবধি "ব্রিটিস্ মিউজিয়ম" নামক চিত্রশালায় এবং নিউকাস্‌লস্থ 'এন্‌টিকোয়েরিয়েন্' নামক সমাজে স্থাপিত আছে। একটি গ্রীক্ ভাষায় অপরটি রোমকীয় ভাষায় খোদিত। মোহর ভিন্ন অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক রাজা অঙ্গুরীতে আপন আপন নাম খোদিত করাইয়া পত্রাদিতে মুদ্রিত করিতেন। অতঃপর পুস্তক-চিত্র-প্রথা, ছবি ও খেলিবার তাস মুদ্রিত করণোপায় এবং অক্ষর সম্বলিত মুদ্রা প্রস্তুত করিবার পন্থা প্রচলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার সামান্য সামান্য উন্নতি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

চীনদেশে মুদ্রাঙ্কণের প্রথম সূত্রপাত হয়। ইহা কোন্ সময়ে, কি প্রকারে, এবং কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, তাহার কোন স্থিরতর মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে চীনদেশীয় একটি সুবিখ্যাত প্রাচীন প্রবাদবাক্য পাঠে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, বাদশাহ ভেন ভং খ্রীষ্ট জন্মাইবার ১১২০ বৎসর পূর্ব্বে কোন একটি বস্তু খোদিত করেন, তদ্বিষয় ঘটিত এরূপ বর্ণনা আছে যে, যে মসী*

---

* "As the *mc* (ink) which is used to blacken the engraved characters can never become white, so a heart blackened by vices will always retain its blackness."

খোদিত অক্ষরকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে, তাহা যেমন কস্মিন কালেও শুভ্রবেশ ধারণ করে না, সেইরূপ যে হৃদয় একবার পাপরূপ মসীতে কলুষিত হইয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকিবে। এতদ্ভিন্ন আর কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চীনদিগের অক্ষর পূর্ব্ব-কথিত হাইরোগ্লিফিক্ সদৃশ। তাহার সংখ্যা ৮০,০০০ হইতে ১,০০,০০০ পর্য্যন্ত; কিন্তু ডাক্তার মরিসনের অভিধানে ৪০,০০০ মাত্র বর্ণিত আছে। যে যে জাতির মধ্যে প্রথমাবস্থায় হাইরোগ্লিফিক্ লিপি প্রচলিত ছিল, তাঁহারা সকলেই কাল সহকারে উক্ত লিপির পরিবর্ত্ত সাধন করিয়াছেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ে চীনদিগের কোন উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা আপনাদিগের আদিম হাইরোগ্লিফিক্ লিপির কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া তাহাতেই এক অপূর্ব্ব সংস্কার করণানন্তর চালাইয়া আসিতেছে। চীনদিগের মুদ্রাঙ্কণ-অক্ষর ও হস্তাক্ষর উভয়ই সমান। চীনদেশে আদৌ মুদ্রাঙ্কণের সৃষ্টি হয়, এজন্য তাহাদের মুদ্রাঙ্কণ প্রণালী অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রোতৃবর্গ স্বভাবতঃ কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারেন; অতএব এস্থলে সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে।

চীনেরা যে সকল বিষয় মুদ্রিত করিতে অভিলাষ করে, প্রথমতঃ তাহা একখানি পাতলা স্বচ্ছ কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া অতি নমনশীল কাষ্ঠোপরি উলটাইয়া বসাইয়া দেয়। কাগজ অতি পাতলা ও স্বচ্ছ বলিয়া লিখিত কাগজের

অপর পৃষ্ঠা সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। পরে সেই সকল লিপি খোদিত করিয়া মুদ্রাঙ্কণের উপযুক্ত হইলে তদুপরি একখানি বুরুস সংযোগে মসী লেপন করণানন্তর ছাপিবার কাগজ বসাইয়া দিতে হয়। অতঃপর আর একখানি কোমল বুরুস উক্ত কাগজের উপরিভাগ দিয়া এরূপ কৌশলে টানিয়া লইতে হয় যে, তাহাতে কাগজের কোনরূপ হানি না হইয়া অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ডিউ হাল্‌ডী নামক জনৈক ওলন্দাজ পর্য্যটক এরূপ বর্ণনা করেন যে, উক্ত প্রকারে চীনেরা সমস্ত দিনে ১০,০০০ তা কাগজ মুদ্রিত করিতে পারে, কিন্তু এতদ্বিষয় অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়; কারণ যখন বর্ত্তমান সুপ্রণালী-সিদ্ধ মুদ্রাযন্ত্রে সমস্ত দিনে উৎকৃষ্ট রূপে ছাপিতে হইলে পাঁচশত কাগজ দুই পৃষ্ঠা ছাপা সুকঠিন হইয়া উঠে, তখন পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা-জনক প্রণালী অনুসারে কি প্রকারে উক্ত সংখ্যক কাগজ ছাপা হইতে পারে? যাহাহউক উল্লিখিত মুদ্রাঙ্কণ বহুব্যয়-সাধ্য ও তাহাতে বিস্তর সময় আবশ্যক করে, এজন্য তদ্দারা পৃথিবীর বিশেষ উপকার দর্শে নাই। যে মহাত্মা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা পুস্তকাদি মুদ্রিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তিনিই এই অদ্ভুত শিল্পবিদ্যাকে মানবজাতির যথার্থ মহোপকারিণী করিয়া তুলিয়াছেন। বোধ হয়, এরূপ রীতিও প্রথমে চীনদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। "ষ্টানিস্‌লাস জুলিয়েন" নামে এক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে যে

সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, খৃষ্টীয় শকের ১০৪১ অবধি ১০৪৮ পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে চীনদেশীয় জনৈক কর্ম্মকার দগ্ধ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত কতকগুলি অক্ষর ব্যবহার করিয়াছিল।

কিন্তু ইদানীং ইয়ুরোপে এবিষয়ের নূতন সৃষ্টি হওয়াতে যেরূপ উপকার দর্শিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ষ্ট্রাসবর্গ নিবাসী গটেনবর্গ এবং হার্লেম নিবাসী কোস্‌টর এই দুই ব্যক্তি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রাবিদ্যার উদ্ভাবন করেন। কোস্‌টর উল্লিখিত হার্লেম নগরের নিকটবর্ত্তী এক বন মধ্যে পর্য্যটন করিতেছিলেন, সহসা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষের ত্বকে কতকগুলি অক্ষর খুদিয়া তাহা কাগজে মুদ্রিত করিলেন। সামান্য মসীতে মুদ্রিত করিতে গেলে কাগজ আর্দ্র ও অক্ষর সকল অপরিষ্কৃত হয়, ইহা দেখিয়া তিনি এক প্রকার ঘন মসী প্রস্তুত করিলেন, এবং এক এক কাষ্ঠ-ফলকে বহুশব্দ একত্র খুদিয়া একেবারে এক এক পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কিত করিতে লাগিলেন। যে মহোপকারী যন্ত্রদ্বারা ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার এবং সুখ-স্বচ্ছন্দ সংবর্দ্ধন বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপে দুই এক মনুষ্যের কৌতুকাবেশ হইতে তাহার সূত্রপাত হয়।

গটেনবর্গ ও কোস্‌টর উভয়েই প্রথমে কাষ্ঠ-ফলকে অক্ষর খুদিয়া মুদ্রিত করিতেন। পরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাষ্ঠময়

অক্ষর নির্ম্মাণ করেন। পরিশেষে যখন শেফর নামে এক শিল্পকুশল বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধাতুনির্ম্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন, তখন এ বিষয়ের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

বহুকাল পর্য্যন্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, সেই যন্ত্রের নাম "ব্লেউস্ যন্ত্র।" উইলেম্ জনেন ব্লেউস নামক জনৈক বিচক্ষণ শিল্পকুশল ব্যক্তি এমেষ্টার্ডম নগরে কাষ্ঠযন্ত্রের প্রকৃত উন্নতি সাধন করেন, এই জন্য উক্ত যন্ত্র তাঁহারই নামে আখ্যাত হইয়াছে। কথিত যন্ত্রের আকৃতি কিরূপ, সভ্যগণ সকলেই তাহা দেখিয়া থাকিবেন; অতএব এস্থলে সে বিষয় সবিস্তার বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ন্যূনাধিক ১৯।২০ বৎসর অতীত হইল মহানগরী কলিকাতার বটতলা নামক স্থানে উক্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎকালে যাহা কিছু ছাপিবার প্রয়োজন হইত উক্ত প্রকার যন্ত্রে তৎসমুদয় মুদ্রাঙ্কিত করা হইত। উল্লিখিত কাষ্ঠযন্ত্র অদ্যাবধি কোন কোন মুদ্রাযন্ত্রালয়ে "প্রুফ প্রেস" স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাতে মুদ্রাঙ্কণকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। পরে ষ্টান্‌হোপ নামে এক শিল্পনিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তি লৌহযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মুদ্রাকার্য্যের পথ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ঐ যন্ত্র ষ্টান্‌হোপ মুদ্রাযন্ত্র নামে খ্যাত। তদনন্তর "এলবিয়ন্," "ইম্পিরিয়ল" এবং "কলম্বিয়ন" নামক লৌহযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে কলম্বিয়ন অর্থাৎ যাহাকে চিলেপ্রেস কহে, তাহা বহু অংশে

উৎকৃষ্ট। পরিশেষে বিবিধ প্রকার বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া মনুষ্যসমাজের যে কতদূর জ্ঞানোন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সভ্যগণ! অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্রমে ক্রমে মুদ্রাঙ্কণের কীদৃশ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে, আপনারা তাহা এক প্রকার সংক্ষেপে শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

যে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্যতা পদে আরোহণ করিয়াছে; যে ভারতবর্ষ এক সময়ে অতি প্রতাপান্বিত ও অতি গৌরবান্বিত রাজন্যগণের নিবাসভূমি ছিল; যে ভারতবর্ষে মহান্ মহান্ জ্ঞানচূড়ামণি সকল জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার জ্যোতি অদ্যাবধি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; সেই ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কণ প্রচলিত ছিল কি না, তদ্বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক।

আপনারা সকলেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন যে, ভারতবর্ষের যথাযথ প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করা সুকঠিন। কেবল রামায়ণ, মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী (কাশ্মীরের ইতিহাস), মনুসংহিতা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে ভারতের যৎকিঞ্চিৎ অবিশদ প্রাচীন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এই সকল গ্রন্থে মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধীয় কোন কথারই উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। এবং অদ্যাবধি একখানিও পুরাকালের মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ কাহারও নয়ন পথে

পতিত হয় নাই; সকলেই পূর্ব্বকার হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়া আসিতেছেন। সুতরাং কিরূপে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে? কিন্তু যখন প্রাচীন ভারতবর্ষ তৎকালে সকল জাতিকে সভ্যতা ও সভ্যতা-সম্ভূত শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি আর আর বিবিধ বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছিল, যখন ভারতবর্ষই পৃথিবীর অনেকানেক দেশে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছে, তখন যে ভারত মধ্যে কোন প্রকার মুদ্রাঙ্কণের স্বষ্টি হয় নাই, ইহা কখনই সম্ভব-পর নহে। তৎকালে অবশ্য কোন না কোন রূপ মুদ্রাঙ্কণ প্রচলিত ছিল, ইহা অনেক কারণেই উপলব্ধি জন্মে। তৎকালে যেরূপ বিদ্যাচর্চ্চা ছিল, যেরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল বিরচিত হইয়াছিল, এবং তৎকালের লোক-দিগের যেরূপ বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে যে তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র করিতে পারেন নাই, কি করেন নাই, আমার বিবেচনায় তাহা কখনই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। তবে এরূপ হইতে পারে যে, তৎকালে সর্ব্বসাধারণ মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের আতিশয্য ছিল না। কিন্তু ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষে প্রাচীনতমকাল হইতে "ছিট" ছাপিবার ধারা প্রচলিত আছে। "দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে সুবিখ্যাত রোমীয়-দিগের উন্নতিসময়ে তাহারা ঢাকাই বস্ত্রের প্রশংসা করিত। ছিট বিষয়েও পূর্ব্বে হিন্দুদিগের এই প্রকার গরিমা ছিল। ভারতবর্ষীয় ছিট পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছিটের আদর্শ বলিয়া

বিখ্যাত হইত।”* অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ছিপিখানা অতি প্রাচীন কালাবধি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ছিপিখানার সহিত ছাপাখানার সৌসাদৃশ্য থাকা প্রযুক্ত ইহাকে তৎকালোদ্ভব বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অপিচ ছাপাখানা যে আমাদের দেশে ইংরাজ রাজত্বকালের অনেক পূর্ব্বে ছিল তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে :—

প্রথমতঃ, মনে করুন এক স্থানে ব্যক্তিচতুষ্টয় উপবেশন পূর্ব্বক আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, এমন সময় সহসা অপর এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়গণ! আপনাদিগের কি কাজ কর্ম্ম করা হয়।” প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিলেন, “আমি কথবর্টসেন্ হারপারের দোকানে কেরাণীগিরি করিয়া থাকি।” দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, “আমি রবার্টসন্ কোম্পানির জুতার দোকানে কাজ করি।” তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, “আমি রেলওয়ে কোম্পানির আপিসের রাইটর।” চতুর্থ ব্যক্তি বলিলেন, “আমি ছাপাখানায় কাজ করিয়া থাকি।” যেই মাত্র তিনি ছাপাখানার নাম উচ্চারণ করিয়াছেন—যেই সেই বাক্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তির শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি সেই আগন্তুক ব্যক্তির অন্তঃকরণে তুচ্ছতাচ্ছল্য ভাবের উদয় হইল, অমনি তিনি এক প্রকার মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন—

---

* বিবিধার্থ-সংগ্রহ, ৪র্থ পর্ব্ব, ৪৫ খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

"ছা-পা-খা-না !!!" সভ্যগণ! এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছাপাখানা বলিবামাত্রই সে ব্যক্তির হৃদয়াভ্যন্তরে এতাদৃশ তাচ্ছল্য ভাব সঞ্চারের মূলীভূত কারণ কি? মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক জ্ঞান কি এত হীন, এত নিকৃষ্ট, যে তাহা শিক্ষা করিতে বিদ্যা বুদ্ধির লেশমাত্রও প্রয়োজন করে না? তবে "ছাপাখানা" শব্দটি একবার উচ্চারিত হইলে আর তাহাতে গুরুত্ব থাকে না কেন? মুচির দোকানে কেরাণীগিরি এবং গাড়োয়ানের নিকট দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকা অপেক্ষা কি ছাপাখানার কার্য্য এত হেয়?

সভ্যগণ! পূর্ব্বোক্ত কারণে এরূপ বোধ হয় যে, ছাপাখানা এদেশে নূতন নহে, উহা ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আগমন করিবার বহুকাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। সময়ে কোন প্রকার উপপ্লবে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ছিপিখানা অতি প্রাচীন কালহইতে বর্ত্তমান থাকাপ্রযুক্ত ছাপাখানার যে সত্ত্বা তাহা তাহাতেই বিলীন হইয়া আছে। এজন্য সর্ব্ব-সাধারণে ছাপাখানার কার্য্যকে ছিপিখানার মত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ ছাপাখানায় যদিচ অনেক সামান্য সামান্য লোকও কার্য্য করে বটে, কিন্তু রেলওয়ে, রবার্টসন স্নেকার, ও রাইটরগিরি বলিলে ত স্বভাবতঃ কাহারও মনে তাদৃশ ভাবের সঞ্চার হয় না! অতএব ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ছাপাখানা আমরা অপর জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে কদাচ ছাপাখানা শব্দের এত অগৌরব হইত না।

দ্বিতীয়তঃ, বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটি অখণ্ড প্রমাণ এই যে, ১৮৭০ সালের ১লা মার্চ্চের জেণ্টেলম্যান্‌স জরনেল নামক ইংরাজি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভারতবর্ষের রাজ্যকালীন বারাণসী জেলার এক স্থলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকার কিছু নিম্নে পশমের ন্যায় আঁশাল একরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া দেখেন যে, তথায় একটি খিলান রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হইল যে, তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর ও অক্ষরাবলি মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, সে সকল একালের নয়, অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হইবে।*

---

* An extraordinary discovery has been made of a press in India. When Warren Hastings was Governor-General of India, he observed that in the district of Benares, a little below the surface of the earth, is to be found a stratum of a kind of fibrous wooly substance of various thickness, in horizontal layers. Major Rœbuck, informed of this, went out to a spot where an excavation had been made, displaying this singular phenomenon. In digging somewhat deeper for the purpose of futher research, they laid open a vault, which, on further examination, proved to be of some size, and to their astonishment, they found a kind of Printing Press set up in a vault, and movable types, placed as if ready for printing. Every enquiry was set on foot to ascertain the probable period at which such an instrument could have been placed there, for it was evidently not of modern origin, and from all the Major could collect, it appears probable that the press had remained there in the state in which it was found for at least one thousand

সভ্যগণ! এক্ষণে আপনারা শুনিলেন যে জননী ভারত-ভূমী মধ্যে এক সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ছিল। যদিচ পুরাকালের কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয় না; কোন গ্রন্থে মুদ্রাযন্ত্রের নাম গন্ধও নাই, এবং অবগতি হইবার অন্য কোন উপায়ও ছিল না; কিন্তু একমাত্র গবেষণা দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইল, অতএব এইরূপে মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় আরও যে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহার আর বিচিত্র কি?

এক্ষণে দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা মাতৃসম্পত্তি তিলার্দ্ধও প্রাপ্ত হই নাই। আমরা যে বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় নানাপ্রকার উপকরণ সম্ভোগ করিতেছি, তৎসমুদায় ইংরাজেরা আমাদের দেশে আনয়ন করিয়াছেন; এবং যে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মুদ্রাক্ষর আমরা ব্যবহার করিতেছি, তাহাও তাঁহাদের আনুকূল্যে সৃষ্টি হইয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম আমাদের দেশে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর ব্যবহার হয়। মাষ্টার এনড্রুস্ নামক জনৈক পুস্তক-বিক্রেতা হুগলীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন, তথায় হেলহেড্ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তকাদি কিছুই ছিল না, এবং বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়,

---

years. We believe the worthy Major on his return to England, presented one of the learned Associations with a memoir containing many curious speculations on the subject. * * * *

Gentlemen's Journal, dated London, 1st March, 1870.

তাহাও কেহ অবগত ছিলেন না। অতঃপর মাষ্টার উইল-কিন্স (যিনি সার্ চারলস্ নামে খ্যাত) সাহেব বহুযত্ন সহকারে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করিবার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বঙ্গদেশের অপরিসীম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই মহাত্মাকে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের আদি সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনি এক জন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না,—ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষার এক জন মেম্বর ছিলেন, এবং এতদ্দেশীয় বিবিধ ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাৎকালিক গবর্ণরজেনরেল্ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের আনুকূল্যে তিনিই প্রথমতঃ সংস্কৃত ভগবদ্গীতা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া ইউরোপের বিজ্ঞসমাজে প্রচার করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে তিনি এতাদৃশ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ছয় সাত বৎসর কাল এতদ্দেশে অবস্থিতি করণানন্তর স্বয়ং মুদ্রাক্ষরের ছেনী প্রস্তুত করিতে অভ্যাস করিয়া স্বহস্তে এক সেট বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। অতঃপর স্বোপার্জ্জিত ছেনী-প্রস্তুত-পন্থা এতদ্দেশীয় পঞ্চানন কর্ম্মকার নামে এক ব্যক্তিকে শিখাইয়া দেন। এই ব্যক্তি বাঙ্গালা-মুদ্রাক্ষর-প্রস্তুত-বিদ্যা স্বল্পকাল মধ্যে সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়া বঙ্গদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা সুদূরপরাহত। তিনি উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করাতে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের আর অসদ্ভাব রহিল

না। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-স্রোত একেবারে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাষ্টার হেলহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই সার্ ইলাইজা ইম্পী সংগৃহীত ইংরাজি ব্যবস্থা সকল মাষ্টার জোনেথন ডন্‌কেন* দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে "কোম্পানীর প্রেস্" নামক যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত বৎসর কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর যখন কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ সালের ব্যবস্থা, মাষ্টার ফষ্টর সরল ও চলিত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে গ্রন্থ উপরোক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত করেন, তাহাতে যে সকল অক্ষর ব্যবহৃত হয়, তাহা পঞ্চানন নূতন এক সেট তাঁবা নির্ম্মাণ করিয়া প্রস্তুত করেন। সেই মুদ্রাক্ষর তৎকালে উৎকৃষ্ট বলিয়া সকলের নিকট আদরণীয় ছিল। কালীকুমার রায় নামে এক ব্যক্তি সুছাঁদ লিখিতে পারিতেন। তাঁহারই লেখা দেখিয়া বর্ত্তমান ছাপা অক্ষরের ছাঁদ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম অক্ষরের ছাঁদ অতি কদর্য্য ছিল। তৎপরে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের যাহা কিছু উন্নতি, তাহা শ্রীরামপুর নামক স্থানে সংসিদ্ধ হইয়াছে। আমরা এপর্য্যন্ত সেই উন্নতির ফল সম্ভোগ করিতেছি।

(সীসক গলাইয়া সভ্যগণকে বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষর ঢালাই-প্রথা প্রদর্শন ও তদ্বিষয়ক কি কি উন্নতি করা কর্ত্তব্য তাহা বর্ণন)

---

* ইনি অতঃপর বোম্বায়ের গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হয়েন।

বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের সৃষ্টি হইলে পর ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে দেবনাগর মুদ্রাক্ষরের সৃষ্টি হয়। যে ভাষার সমান সুমধুর ভাষা ভূমণ্ডলে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না—যে ভাষা ঈশ্বর প্রদত্ত বলিয়া খ্যাত—এমন উৎকৃষ্ট ভাষা মুদ্রাক্ষরাভাবে অন্ধের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিল। পরে যখন শ্রীরামপুরস্থ মিসনারিগণ এতদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইয়া দেবনাগর মুদ্রাক্ষর সৃষ্টি করাইলেন, তখন যে ভারতবর্ষের কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মিসনারিগণ শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন। সেই যন্ত্র অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত যন্ত্র স্থাপিত হইলে তিন বৎসর কাল পরে সার্ চার্লস্ ওয়েলকিন্সের শিষ্য পঞ্চানন কর্ম্মকার এক্ষণে উল্লিখিত মিসনারি মহাশয়গণের ছাপাখানায় কার্য্য করিবার মানসে উপস্থিত হন। সুবিখ্যাত পাদ্রি কেরি সাহেব সেই সময়ে এক খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ আহরণ করিয়া মুদ্রাক্ষরাভাব প্রযুক্ত কিরূপে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সংসিদ্ধ হইবে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে তিনি পঞ্চাননের আগমন সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেবনাগর অক্ষরের ছেনী প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পঞ্চানন স্বল্পকাল মধ্যে অর্দ্ধেক ছেনী প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু দেবনাগর একটি সামান্য ভাষা নহে, ইহাতে অনেক যুক্ত অক্ষর থাকায় যদিও বর্ত্তমান দেবনাগর অক্ষরের ছেনী সংখ্যা পাঁচ শত

তথাপি তৎকালে তাঁহাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাত শত ছেনী প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। সেই সকল ছেনী এক জনের দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইলে বহুকালের আবশ্যক; এজন্য তাঁহার জামাতা মনোহর কর্ম্মকারকে উক্তকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা হয়। এই যুবা এতৎকার্য্যে বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। মিসনারিগণ তৎপরে তাঁহাকে শ্রীরামপুরস্থ মুদ্রাযন্ত্রে একেবারে চত্বারিংশৎ বৎসর কাল নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুদ্রাক্ষরনির্ম্মাতা মনোহর বাঙ্গালা, দেবনাগর, চীনে ও নানাবিধ মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করণানন্তর বঙ্গদেশের বহুল মুদ্রাযন্ত্রে যোগাইয়া যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বঙ্গদেশ এক প্রকার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছেন, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাকে ইউরোপের কেস্‌লন বা ফিগিন্স অপেক্ষা অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ তিনি নিজ হস্তে বিবিধ ভাষার অক্ষরের ছেনী সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পারসী ও আরবী অক্ষরের ছেনী কলিকাতাস্থ সিমুলিয়া নিবাসী রাধামোহন কর্ম্মকার নামে এক ব্যক্তিই প্রস্তুত করেন। বর্ত্তমান অক্ষর তাঁহারই ছেনী হইতে প্রস্তুত। ঐ ব্যক্তির ৬০ কিম্বা ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। পারসীর তিন প্রকার ছাঁদ; যথা, মৌলবী আপ্তাবুদ্দী, এলাদাদী এবং মহানন্দী। তন্মধ্যে মহানন্দ ছাঁদ অধিকাংশ লোকের মনোনীত। মহানন্দ নামক এক জন পণ্ডিতের হস্তলিখিত সুছাঁদ

দৃষ্টে ইহার সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য ইহা তাঁহারই নামে খ্যাত। উক্ত অক্ষরের ছেনী সংখ্যা ২৫০। আরবী অক্ষরও রাধামোহন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আরবীর ছেনী সংখ্যা দুই শত।

এদিকে যেমন বাঙ্গালা ও দেবনাগর মুদ্রাক্ষরের সৃষ্টি হইল, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা পত্রেরও প্রচার আরম্ভ হইতে লাগিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামপুরে মিশনরি মার্শমান সাহেব কর্ত্তৃক "দিগ্‌দর্শন" নামক একখানি বাঙ্গালা মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও নানাবিধ সংবাদ প্রকটিত হইত। উক্ত বৎসরের ৩১এ মে তারিখে "সমাচারদর্পণ" নামে একখানি সংবাদপত্রও শ্রীরামপুরস্থ মিসনারিগণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। এইখানি বঙ্গদেশের আদি সংবাদ পত্র*। "সমাচারদর্পণ" বহির্গত হইবার কিছুকাল পরে "তিমিরনাশক" নামক আর একখানি সংবাদ পত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণকুমার দাস নামে এক জন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি উহার প্রচার করেন। ঐ পত্র স্বল্পকাল মাত্র জীবিত ছিল।

কিয়ৎকাল পরে কলিকাতায় "সমাচার চন্দ্রিকার" প্রচার আরম্ভ হয়। উক্ত প্রাচীনতম সংবাদ পত্র দেশের হিতসাধনোদ্দেশে সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। স্বর্গীয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার

* See The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward, Vol. II., p. 163.

জন্মদাতা। অধুনা বিদ্যালোচনা এবং সংবাদ পত্রাদির এত উন্নতি হইয়াছে যে, পূর্ব্বের সহিত এক্ষণকার অবস্থা তুলনা করিলে যুগান্তর বলিয়া বোধ হয়।

সভ্যগণ! এক্ষণে আপনারা মুদ্রাযন্ত্রের কেমন উন্নতির অবস্থা দর্শন করিতেছেন! এক্ষণে আর তাদৃশ অসদ্ভাবের কাল নাই। এক্ষণে মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে এবং দিনে দিনে কত শত বাঙ্গালা পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে ইংলণ্ড হইতে আমাদের দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মুদ্রাযন্ত্র, মসী, কাগজ এবং মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার দ্রব্য সামগ্রী আসিতেছে। আমরা তদ্দ্বারা আমাদের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য এক প্রকার সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছি। আমাদের আর তজ্জন্য কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হইতেছে না, মস্তিষ্ককেও বিলোড়ন করিতে হইতেছে না এবং তজ্জন্য কোন উদ্ভাবনী-শক্তিরও প্রয়োজন নাই। ইংরাজেরা আপনাদের মার্জ্জিত বুদ্ধিকৌশলে মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার উপকরণের চূড়ান্ত উন্নতি সংসাধন করিয়া রাখিয়াছেন; কেবলমাত্র আমাদের তাহা ব্যবহার করিলেই হয়। কিন্তু সভ্যগণ! ইহা আমাদের বিষম ভ্রম। কারণ ইংরাজদিগের মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় যাহা যাহা প্রয়োজন, তত্তৎবিষয়ে তাঁহারা অপরিসীম সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন; যথা, মুদ্রাযন্ত্র, বিবিধ রঙের মসী, কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় নানাবিধ উপকরণ, ইত্যাদি। কিন্তু

যাহাতে তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তাহার উন্নতি কল্পে কেন তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন? যেমন বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের আবশ্যকীয় সংস্কার ও তদুপযুক্ত "কেস" (case) অর্থাৎ অক্ষরাধার।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের আবার উন্নতি কি? বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর ত বিবিধ প্রকার রহিয়াছে; ডবল গ্রেট প্রাইমার, ডবল পাইকা, গ্রেট প্রাইমার, ইংলিশ, পাইকা, স্মল পাইকা, লং প্রাইমার, বর্জেস এবং ব্রিবিয়ার। অবয়ব ভাগ সংযোজন করিবার নিমিত্ত ইংলিশ, পাইকা এবং স্মল পাইকা রহিয়াছে। টীকার জন্য ছোট ছোট অক্ষর অর্থাৎ বর্জেস ও ব্রিবিয়ার রহিয়াছে এবং শিরোনামের জন্য দোভাষী এবং গ্রেট রহিয়াছে। মুখপত্র (Title page) সাজাইবার জন্য ৭।৮ প্রকার অক্ষর রহিয়াছে। তবে আবার বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের জন্য ভাবনা কি? আরও দেখা যাইতেছে, কোন একটি বিষয় রচনা করিয়া মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিলেই অচিরকাল মধ্যে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে আবার আমাদের দেশের মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে কিসের অসদ্ভাব?

সভ্যগণ! সত্য বটে, আপনারা নানা পুস্তকের বাহ্যিক চাক্‌চক্য দর্শনে এক প্রকার বিমোহিত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু যদ্যপি আপনারা বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের অন্তঃসারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের মুদ্রাক্ষর ও অক্ষরাধার এ উভয়ই কীদৃশ

হীনাবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহারই জন্য আমাদের কতদূর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করা কর্ত্তব্য —এবং ইহার জন্য কতদূর উদ্ভাবনী-শক্তির প্রয়োজন। এক্ষণে যেরূপ প্রণালীতে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত হইতেছে ও যেরূপ প্রণালীতে অক্ষর সকল কেসে সাজান হয়, তাহা যে নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অশুদ্ধ, ইহা কোন্ অভিজ্ঞ ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে না স্বীকার করিবেন? পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রাযন্ত্রালয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অক্ষর রাখিবার ধারা। কাহারও সহিত কাহারও একতা নাই—নানা প্রকার পার্থক্য। একে ইংরাজি মুদ্রাক্ষর রাখিবার ঘরে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর রাখিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আবার অক্ষরাধারে অক্ষর রাখিবার একটি সর্ব্ববাদিসম্মত সুপ্রণালীসিদ্ধ নিয়ম নাই; অধিকন্তু অক্ষর-নির্ম্মাণ-প্রণালীতেও অনেক অপরিশুদ্ধতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এতন্নিবন্ধন অস্মদ্দেশীয় মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে যে কীদৃশ প্রতিবন্ধক জন্মিয়া রহিয়াছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করিতেছেন না। পূর্ব্বকথিত সার্ চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স মহোদয় যেরূপ তৎকালোপস্থিত কার্য্যগত অসংস্কৃত প্রণালী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। কিরূপে স্ব স্ব মুদ্রাযন্ত্রালয়ের লাভ হইবে, যন্ত্রাধ্যক্ষেরা কেবল তাহারই প্রত্যাশায় বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন, কাহাকেও অস্মদ্দেশীয় অপরিপক্ক মুদ্রাঙ্কণের সংস্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিতেছি না। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে, ইংলণ্ডে কলে ছাপা ও কলে

কম্পোজ পর্য্যন্ত প্রচার হইতে চলিল, কিন্তু আমাদের দেশে মুদ্রাক্ষরের অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার ও তদুপযুক্ত কেসেরও এপর্য্যন্ত সৃষ্টি হইল না। অনেকে চিন্তা করেন না ও জানেন না যে, পূর্ব্বোক্ত বিষয়দ্বয়ে কতদুর উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। যন্ত্রাধ্যক্ষেরা যদ্যপি এতৎসম্বন্ধে দৃঢ়পরিকর না হয়েন, তবে আর কে হইবে! বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তাদিগেরও এতৎসম্বন্ধে ঔদাস্য প্রকাশ করিলে চলিবে না; কারণ উভয় পক্ষের সংযোগ ব্যতিরেকে এই সুমহৎ কার্য্য সংসিদ্ধ হওয়া সুকঠিন।

সভ্যগণ! আমাদের দেশের বর্ত্তমান মুদ্রাঙ্কণের অবস্থায় কোন প্রকার গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, আলোচনা করিয়া দেখুন। অধুনা যাঁহারা মাতৃভূমির উন্নতি উন্নতি করিয়া বিব্রত, তাঁহারা যদ্যপি কোন এক দিন "ইংলিসম্যান" অথবা "ডেলিনিউস" নামক ইংরাজি পত্রিকা সদৃশ বৃহদাকারের প্রাত্যহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়েন, তাহা হইলে আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সারবত্বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। আমাদের দেশে টাকার অসদ্ভাব নাই, লেখকেরও অসদ্ভাব নাই, দৈনিক পত্রিকার যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমুদায়ের আয়োজন হইলেও কেবল বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষর এবং কেসের বিশৃঙ্খলতা দোষে তৎসমুদায়ই বিফল হইবে। কারণ কেসের প্রত্যেক ঘরে অক্ষর রাখিবার কোন ঐকমত্য নিয়মবদ্ধ প্রণালী না থাকা প্রযুক্ত সময় বিশেষে নিশাকালে অপর

মুদ্রাযন্ত্রালয়স্থ অক্ষরসংযোজকগণ (compositor) দ্বারা উক্ত পত্রিকার কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইলে, কিরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যুষ সময়ে পত্রিকা প্রকাশিত হইবে? কারণ তাহারা নিশীথ সময়ে কোন্ দিকে 'আঙ্কর সাট,' কোন্ দিকে 'আঙ্কর সাট,' কোথায় ন্তু, কোথায় প্র, কোথায় র্দ্দ, ইত্যাদি হাতড়াইতে থাকিবে, না শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে অক্ষরসংযোজন কার্য্য (compose) নির্ব্বাহ হয় তাহাই করিবে? একে রাত্রিকাল, তাহাতে আবার এইরূপ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাজ করিতে হইলে স্বভাবতঃ কিরূপ বিরক্তি জন্মে ও কত সময় আবশ্যক করে তাহা ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বিশেষতঃ অত্যল্প ব্যয়ে ও স্বল্পকাল মধ্যে অধিক কার্য্য সম্পন্ন করাই সংবাদপত্রের জীবন—শুদ্ধ সংবাদপত্রের কেন, সাধারণ মুদ্রাঙ্কণের বলিলেও হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সুবিধা আমাদের বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের কোথায়? এতদ্বিষয়ে ইংরেজদিগের কি এক অপূর্ব্ব সুশৃঙ্খলবদ্ধ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়! কি ইংলণ্ডে, কি আমেরিকায়, কি ভারতবর্ষে, যেস্থানে ইংরাজি ভাষা প্রচলিত, সেই সেই স্থানেই একরূপ অক্ষরাধার ও একরূপ অক্ষর সংস্থাপন ধারা; সুতরাং কার্য্য-সুলভ যতদূর হইতে পারে, তাহার চূড়ান্ত সুসার হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে সেরূপ কিছুই নাই। ইহা ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রাযন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করাতে যে কতদূর কার্য্যসৌকর্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া রহিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

সভ্যগণ! উপসংহার কালে আমার কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, আপনারা যদ্যপি মাতৃভূমির উন্নতি অভিলাষ করেন; আপনাদের মধ্যে যদ্যপি কাহারও স্বদেশানুরাগ-প্রিয়তা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে যাহাতে বাঙ্গালা "কেস" ও বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন হয়, তৎপ্রতি যত্নবান হউন। ইহাতে যে কেবল মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় উন্নতি সাধন হইবে এমত নহে, বাস্তবিক ইহার উপর আমাদের সমস্ত বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

Printed at the New Bengal Press, 149, Manicktolah Street, Simlah, Calcutta.

Extract from the National Paper, No. 26, Vol. VI., July 6, 1870.

The Fourth National Meeting was held on Sunday last, the 4th July, at the premises of the Calcutta Training Academy. Foul weather prevented many to attend the meeting, but the interest of its proceedings were sufficiently attractive to draw a respectable audience. Baboo Debendra Mullick, the Secretary, having invited the meeting to hear the appointed discourse, Baboo Jogendra Nauth Ghose proceeded on with his Lecture on Printing. Some beautiful illustrations were made with reference to the allusions made in the lecture, of uncommon energy displayed by Hindoos ignorant of the Printing Art, in putting huge works like Ramayana and Mohabharat in smallest possible handwritings. Baboo Shourendra Mohun Tagore produced some specimens of them in the meeting, which were looked on with great interest by the whole assembly. The discourse took about an hour to be read, and was full of practical suggestions. Two points were prominently brought forward :—

1st, The necessity that existed for the improvement of Bengalee types:

2ndly, The utility of constructing cases especially adaptible to Bengalee types and the feasibility of adapting a uniform system in their arrangement.

It was resolved, moved by Baboo Rajkrishna Mittra, and seconded by Baboo Nobogopal Mitter, that at a meeting especially held of the Press-owners, these points might be discussed upon and acted on hereafter as may be felt necessary. Vote of thanks being offered to the lecturer the meeting dispersed, a few national airs being sung as usual in the termination.